আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

Tel : +88 02-48112618
Mob : +88 01711 564 666
Fax : +88 02-55029580
E-mail : ashrayanpmo@gmail.com
Web : www.ashrayanpmo.gov.bd
Facebook : /Ashrayan2Project

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার
৩২,৯০৪ টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে
জমিসহ সেমিপাকা একক গৃহ প্রদান (তৃতীয় পর্যায়)

২৬ এপ্রিল ২০২২

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.ashrayanpmo.gov.bd

‘বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।’

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রথম জাতির পিতাই দেশের ভূমিহীন- গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী জেলা বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলাধীন চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ডের পর জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর অনেক সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ পেরিয়ে ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় চালু করেন।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২০ মে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন পরিদর্শন করেন এবং ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতার দানকৃত জমিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৫,০৭,২৪৪ টি ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক নির্মাণের কাজ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে এবং “যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ” ও দুই-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘর নির্মাণের কাজটি উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন;
- ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা;
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম:

- প্রথম পর্যায়ে জমির মালিকানাসহ হস্তান্তরিত গৃহের সংখ্যা : ৬৩ হাজার ৯৯৯টি;
- দ্বিতীয় পর্যায়ে জমির মালিকানাসহ হস্তান্তরিত গৃহের সংখ্যা : ৫৩ হাজার ৩৩০টি;
- প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত মোট একক গৃহের সংখ্যা : ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩২৯ টি;
- চলমান তৃতীয় পর্যায়ে নির্মাণাধীন একক গৃহের সংখ্যা: ৬৫ হাজার ৬৭৪ টি;
- ২৬ এপ্রিল ২০২২ ভূমিহীন-গৃহহীনদের নিকট গৃহ হস্তান্তর : ৩২ হাজার ৯০৪ টি।
- চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত মোট একক গৃহের সংখ্যা : ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩ টি।
- চলতি ২০২০-২১অর্থবছর পর্যন্ত একক ঘরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ৩৯৭২.৭৫০১ কোটি টাকা।
- তৃতীয় পর্যায়ে চরাঞ্চলে বরাদ্দকৃত বিশেষ ডিজাইনের গৃহের সংখ্যা : ১ হাজার ২৪২টি;

মুজিববর্ষ উপলক্ষে একক গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাস জমির তথ্য:

- সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাস জমির পরিমাণঃ ৫৫১২.০৪ একর;
- সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাস জমির আনুমানিক বাজার মূল্য: ২৯৬৭.৯ কোটি টাকা;

জমি ক্রয়ের মাধ্যমে পুনর্বাসনের তথ্য:

- সারাদেশে ক্রয়কৃত জমির পরিমাণঃ ১৬৮.৩২ একর;
- জমি ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ঃ ১১৫.৩৩ কোটি টাকা;
- ক্রয়কৃত জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সংখ্যা: ৭৪৫৬ টি;

বর্তমানে হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী গৃহহীন পরিবারের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা ও পুনর্বাসন

বিভাগভিত্তিক ক ও খ শ্রেণীর পরিবারের সংখ্যা							
বিভাগ	জেলা সংখ্যা	উপজেলা সংখ্যা	ক শ্রেণীর পরিবার সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ হালনাগাদকৃত)	এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা	অবশিষ্ট ক শ্রেনীর পরিবারের সংখ্যা	খ শ্রেণী অর্থাৎ যার ১-১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু ঘর নেই/খুবই জরাজীর্ন ঘর এমন পরিবার সংখ্যা (জুন ২০২০ খ্রি. এ তালিকাকৃত)	সর্বশেষ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ অনুযায়ি) সর্বমোট পরিবার সংখ্যা (ক-শ্রেণি+খ-শ্রেণি)
ঢাকা	১৩	৮৮	২৮,০৬৯	২৫,০০৯	২,৭৪৩	৮৯,৬২৩	১,১৭,৬৯২
ময়মনসিংহ	০৪	৩৫	৯,৭৪৭	৯,১০৭	৫৮০	২৫,৩৩৮	৩৫,০৮৫
চট্টগ্রাম	১১	১০৩	৪৮,০৫৪	৩৫,৫৫৫	৮,৯১৪	৯৯,৭৬৭	১,৪৭,৯২১
রংপুর	০৮	৫৮	৫৭,৩৮৪	৪১,০০৪	১৬,৩৭৮	১২৬,৮৩৬	১৮৪,২২০
রাজশাহী	০৮	৬৭	২৭,৬৫০	২১,০২৭	৬,১২৯	৫৮,৯৩৪	৮৬,৫৮৪
খুলনা	১০	৫৯	২১,৪১৪	১৪,৪৪৮	৬,৮৮৩	১১০,৪৪৫	১,৩১,৮৫৯
বরিশাল	০৬	৪২	২২,৭০৯	২১,১১৮	১,৫৯১	৫৩,২৫৬	৭৫,৯৬৫
সিলেট	০৪	৪০	২০,৩৯৫	১৫,৭৩৫	৪,৬৫৮	২৮,৬৮২	৪৮,৪৭৭
সারাদেশ	৬৪টি	৪৯২টি	২,৩৫,৪২২	১,৮৩,০০৩	৪৭,৮৭৬	৫,৯২,২৬১	৮,২৭,৬৮৩

১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের এপ্রিল ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে অর্জন:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	মোট পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা
০১.	ব্যারাক হাউজ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসন	
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)	৪৭,২১০ টি
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) (২০০২-২০১০)	৫৮,৭০৩ টি
	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২০১০- জুন ২০২১)	৬২,১৩৫ টি
	মোট	১,৬৮,০৪৮ টি
০২.	নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে	১,৫৩,৮৫৫ টি
০৩.	জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজারের ঝুরুশকুলে নির্মিত বহুতল ভবনে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর	৬৪০ টি
০৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর	৬০০ টি
০৫.	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১০০ টি
০৬.	ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১,০০০ টি
০৭	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক একক গৃহ নির্মাণ	১,৮৩,০০৩ টি
	সর্ব মোট	৫,০৭,২৪৪ টি

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাসস্থানের নিশ্চয়তা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। একটি গৃহ শুধু মাথা গোজার ঠাঁই-ই নয়, গৃহের নিশ্চয়তা একজন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিকে ত্বরান্বিত করে, আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। জমি ও গৃহ প্রদানের সাথে সাথে প্রকল্পে সবুজ বেষ্টনী ও নির্মল পরিবেশ তৈরী এবং উপকারভোগীদের চাহিদা পূরণে ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করা হয়। প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি, টয়লেটের সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিতকরণসহ সকল নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

এসডিজি অর্জনে আশ্রয়ণ:

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনের পথে আশ্রয়ণ প্রকল্পের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদানের মাধ্যমে এসডিজির নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে:

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা-সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে।
-আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন-গৃহহীন অনগ্রসর মানুষকে বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৫: দারিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থদের ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
-আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২ কক্ষ বিশিষ্ট দুর্যোগসহনীয় সেমিপাকা গৃহ প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩: ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণে নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদন কারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসি জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপালন কারী ও অন্যান্যদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা।
-আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ বসত ভিটার আঙ্গিনায় সবজি চাষসহ প্রকল্পের সংলগ্ন পুকুরে মৎস্য চাষ করছেন। তাদেরকে উৎপাদনমুখী কাজের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩: সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করণ।
-আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সহজ হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৫.ক: অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।
-আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্বামী স্ত্রীর যৌথনামে জমি ও ঘরের মালিকানা দেয়া হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২: পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধি সম্মত জীবনরীতির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।
-আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রত্যক একক গৃহের সাথে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১০.২: বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান) ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্তন।
-সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ভিক্ষুক, বেদে, হিজড়া (৩য় লিঙ্গ), জলবায়ু উদ্বাস্তু, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষদেরকে ২ শতক জমির মালিকানা প্রদান করে তাদের সামাজিক মান মর্যাদা উন্নত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫: দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।
-বন্যা বিপৎসীমার উপরে নির্মিত সেমিপাকা দুর্যোগ সহনীয় ঘরে পুনর্বাসিত পরিবার সমূহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। একই সাথে এসডিজিকে সমন্বিত করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সাথে যা উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে একীভূত করেছে। মুজিববর্ষে বিশেষ উদ্যোগে সমাজের ছিন্নমূল মানুষকে জমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ‘যে আছে সবার পিছনে, পৌঁছাতে হবে তার কাছে আগে’- অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে এটি গ্রহণের ফলে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গতি আরো বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্যের (শতকরা ১০ দশমিক ৫ ভাগ) আওতাভুক্ত জনগণই গৃহায়ণ কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী। একই সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চা শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, জলবায়ু উদ্বাস্তু, প্রতিবন্ধী, খনি শ্রমিক, কুষ্ঠ রোগী এবং অতি দরিদ্র নারীরা এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এই একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নব দিগন্ত সূচনা হয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা মডেল হিসেবে সমাদৃত।